সমকাল

তারিখ 26 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

শিক্ষক সংকটে শিক্ষার্থীর লেখাপড়া ব্যাহত

■ ভাণ্ডারিয়া (পিরোজপুর) প্রতিনিধি

ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়ে আসছে। কলেজে সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, অফিস সহায়কসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য রয়েছে। অপরদিকে উপাধ্যক্ষ, ক্রীড়া শিক্ষক, প্রদর্শক, কোষাধ্যক্ষ, স্টোরকিপার, অফিস সহকারী, দক্ষ বেয়ারার মতো কোনো পদ এখনও সৃষ্টি না হওয়ায় কলেজে জনবল সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে শিক্ষার পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। চলতি বছর শিক্ষক ও জনবল সংকটের মধ্যে ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজে অনার্স কোর্স চালু হলেও পাঠদানে চলছে নানা সংকট।

ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৮৫ সালে কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য এখানে মোট ১২টি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। চলতি বছর দুই বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে; কিন্তু অনেক শিক্ষক পদোন্নতি ও বিভিন্ন অজুহাতে এ কলেজ থেকে অন্যত্র বদলি হয়েছেন।

কলেজে রসায়ন বিভাগে কোনো শিক্ষক নেই, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, হিসাববিজ্ঞান, দর্শন ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাংলা এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগে দু'জন করে শিক্ষক রয়েছেন। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও আজও তার পূর্ণাঙ্গতা পায়নি। এমন শিক্ষক মধ্যে দুটি বিভাগে অনার্স কোর্স খোলায় পাঠদানে সংকট বেড়েছে। অধ্যক্ষসহ যেখানে মোট ৩৩ জন শিক্ষক থাকার কথা, সেখানে ১৭ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষক না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে সমস্যা হচ্ছে। যদি কোনো শিক্ষক ছুটি বা অনুপস্থিত থাকেন, সেদিন ওই বিভাগের আর কোনো ক্লাস হয় না। কলেজের ছাত্রাবাস থাকলে ও শিক্ষার্থীরা কেউ থাকে না। এ কলেজে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় কলেজের জমি দিন দিন দখল হচ্ছে। অফিস সহায়ক পদের ১১টির মধ্যে আছে মাত্র দুজন, বাকি ৯টি পদ শূন্য। এই শূন্য পদে কলেজ কর্তৃপক্ষ চারজনকে মাস্টাররোলে বেতন দিয়ে পরিচালনা করছে। একাদশ শ্রেণিতে ৩০০, দ্বাদশ শ্রেণিতে ৩০০, স্নাতক প্রথম বর্ষে ১২৫, স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষে ১০৫, স্নাতক তৃতীয় বর্ষে ৭০ এবং অনার্সে ব্যবস্থাপনায় ৪৩ জন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ২৪ শিক্ষার্থী এ কলেজে লেখাপড়া করছেন।

কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স শিক্ষার্থী নাঈম হোসেন বলেন, এমনিতেই কলেজে নিয়মিত শিক্ষক সংকট। তার সঙ্গে নতুন অনার্স চালু হওয়ায় এখন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়েছে। শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় চরম সমস্যা বিরাজ করছে। অধ্যক্ষ প্রফেসর এমডি মাহবুব আলম কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও কর্মচারী সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, বারবার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা ছাড়া আমার কিছু করার থাকে না।

ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজ